আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **"পবিত্র কোরআনে হযরত যাকারিয়া (আ:)"**

তাফহীমুল কুরআনের ব্যাখ্যা

হযরত যাকারিয়া (আ:) সে সময় পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন. এই যুবতী পুণ্যবতী মেয়েটিকে দেখে স্বভাবতই তার মনে এ আকাঙ্খা জন্ম নিলো: আহা, যদি আল্লাহ আমাকেও এমন একটি সৎসন্তান দান করতেন। আর আল্লাহ তার অসীম কুদরতের মাধ্যমে যে ভাবে এই সংসার ত্যাগী, নিঃসঙ্গ, কর্মবাসীনী মেয়েটিকে আহার যোগাচ্ছেন, তা দেখে তার মনে আশা জাগে যে, আল্লাহ চাইলে এই বৃদ্ধ বয়সেও তাকে সন্তান দিতে পারেন।

ইয়াহইয়া ৩:৩৯ বাইবেলে এর নাম লিখিত হয়েছে, খ্রিস্ট-ধর্মে দিক্ষাদাতা জোন **(John the baptist)** মথি: ৩,১১,১৪ অধ্যায়. মার্ক: ১,৬ অধ্যায় এবং লুক ১,৩ অধ্যায়।

আল্লাহর 'ফরমান' বলতে এখানে ঈসাকে বুঝানো হয়েছে. "কালেমাতুম মিনাল্লাহু" আল্লাহর ফরমান।

হযরত ঈসা (আ:) এর জন্ম যেমন অলৌকিক পদ্ধতিতে হয়েছিল, ঠিক তেমনি ঈসা জন্ম থেকে মাত্র ৬ মাস আগে একই পরিবারে আর একটি অলৌকিক পদ্ধতিতে হযরত ইয়াহইয়া (আ:) জন্ম হয়েছিল।

ইয়াহইয়ার অলৌকিক জন্ম যদি তাকে (পিতা যাকারিয়া বৃদ্ধ, মাতা বন্ধ্যা ও বৃদ্ধা) খোদা ও উপাস্য পরিনত না করে থাকে তাহলে ঈসার নিছক অস্বাভাবিক জন্ম পদ্ধতি কিভাবে তাকে 'ইলাহ' ও খোদার আসনে বসিয়ে দিতে পারে।

এখানে যে যাকারিয়ার কথা বলা হচ্ছে তিনি ছিলেন হযরত হারুনের বংশধর।

ফিলিস্তিন দখল করার পর ইয়াকুব (আ:) আর সন্তানদের ১২ গোত্রের মধ্যে দেশ বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এবং ১৩ তম গোত্রটি লাভী ইবনে ইয়াকুবের গোত্র ধর্মীয় কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। আবার বনী লাভীর মধ্যেও যে পরিবারটি বায়তুল মাকদিসে খোদাবন্দের সামনে ধুপ জ্বালাবার দায়িত্ব পালন এবং পবিত্রতম জিনিসমূহের পবিত্রতা বর্ণনা করার কাজ করতো তারা ছিল হযরত হারুনের বংশধর।

বনী লাভীর অন্যান্য লোকেরা বাইতুল মাকদাসের মধ্যে যেতে পারতো না বরং আল্লাহর গৃহের পরিচর্যার সময় আঙ্গিনায় ও বিভিন্ন কক্ষে কাজ করতো।

শনিবার ও ঈদের সময় কুরবানী করতো এবং বায়তুল মাকদিসের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে বনি হারুনকে সাহায্য করতো।

বনি হারুনের চব্বিশটি শাখা ছিল। তারা পালাক্রমে বাইতুল মাকদিসের সেবায় হাজির হতো। এই শাখাগুলোর একটি ছিল আবইয়াহর শাখা। এর সর্দার ছিলেন হযরত যাকারিয়া। নিজের গোত্রের পালার দিন তিনিই মাকদিসে যেতেন এবং আল্লাহর সমীপে ধুপ জ্বালাবার দায়িত্ব পালন করতেন। **(বাইবেলের বংশাবলী-১ পুস্তক ২৩ ও ২৪ অধ্যায়)**

আবইয়াহর পরিবারে আমার পরে এমন কাউকে দেখা যায় না, যে ব্যক্তি দীনি ও নৈতিক দিক দিয়ে আমি যে পদে অধিষ্ঠিত আছি তার যোগ্য হতে পারে। তারপর সামনের দিকে যে প্রজন্ম এগিয়ে আসছে তাদের চালচলন বিকৃত দেখা যাচ্ছে।

আমি কেবলমাত্র নিজের উত্তরাধিকারী চাই না বরং ইয়াকুব বংশের যাবতীয় কল্যাণের উত্তরাধিকারী চাই।

এ ক্ষেত্রে লুকের সুসমাচারে যে শব্দাবলি ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে: "আপনার গোষ্ঠীতে তো এ নামের কোনো লোক নেই।" (১:৬১)

আল্লাহ তোমাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। তোমার মতো খুখুনে বুড়োর ঔরসে আজীবন বন্ধ্যা এক বৃদ্ধার গর্ভে সন্তান জন্ম দেয়া তার কুদরতের অসাধ্য নয়।

লুক সুসমাচারে ঘটনার বর্ণনা: যিহুদিয়ার রাজা হেরোদের সময় (বনী ইসরাইল ৯ টিকা তাফহীম) অবিয়ের পালার মধ্যে সখরীয় (যাকারিয়া) নামক একজন যাজক ছিলেন, তার স্ত্রী হারোন বংশীয়া, তার নাম ইলীশাবেৎ **(Elizabeth)** তারা দুজন ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক ছিলেন. প্রভুর সমস্ত আজ্ঞা ও বিধি অনুসারে নির্দোষরূপে চলতেন। তাদের সন্তান ছিল না। কেননা ইলীশাবেৎ বন্ধ্যা ছিলেন। এবং দুই জনেরই অধিক বয়স হইয়াছিল। একদা যখন সখরীয় (যাকারিয়া) নিজ পালার অনুক্রমে ঈশ্বরের সাক্ষাতে যাজকীয় কার্য করিতেছিলেন, তখন যাজকীয় কার্যের প্রথানুসারে গালিবাট ক্রমে তাহাকে প্রভুর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ধুপ জ্বালাইতে হইল। সেই ধূপদাহের সময় সমস্ত লোক বাহিরে থাকিয়া প্রাথনা করিতেছিল. তখন প্রভুর এক দুত ধুপবেদীর দক্ষিন পার্শ্বে দাড়াইয়া তাহাকে দর্শন দিলেন। দেখিয়া সখরিয় (যাকারিয়া) ত্রাসযুক্ত হইলেন, ভয় তাহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু দুত তাহাকে বলিলেন, সখরিয় ভয় করিও না। কেননা তোমার বিনতি গ্রাহ্য হইয়াছে [বাইবেলের কোথাও হজরত সখরিয়ার (যাকারিয়ার) দোয়ার উল্লেখ নাই] তোমার স্ত্রী ইলীশাবেৎ তোমার জন্য পুত্র প্রসব করবেন, ও তুমি তার নাম যোহন (অর্থাৎ ইয়াহইয়া) রাখিবে। আর তোমার আনন্দ ও উল্লাস হইবে এবং তাহার জন্মে অনেকে আনন্দিত হইবে। কারণ সে প্রভুর সম্মুখে মহান হইবে (সূরা আলে-ইমরানে) سَيِّدًا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এবং দ্রাক্ষারস ও সূরা কিছুই পান করিবে না (تَقِيًّا) আর সে মাতার গর্ভ হইতেই পবিত্র আত্মার পরিপূর্ণ হইবে وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا এবং ইসরায়েল সন্তানদের মধ্যে অনেককে তাহাদের ঈশ্বর প্রভুর প্রতি ফিরাইবে।

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: আলে-ইমরান ৩:৩৮ থেকে ৪১

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿٣٨﴾

সেখানেই যাকারিয়া তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট হইতে সৎ বংশধর দান করো. নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবনকারী।' (আলে-ইমরান ৩:৩৮)

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ هُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ
يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَ سَيِّدًا وَّ حَصُوْرًا وَّ نَبِيًّا
مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٣٩﴾

যখন যাকারিয়া কক্ষে সালাতে দাড়াইয়াছিলেন তখন ফিরিশতাগণ তাহাকে সম্মোধন করিয়া বলিল, 'আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন, সে হইবে আল্লাহর বাণীর সমর্থক, নেতা, স্ত্রী বিরাগী এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী। (আলে-ইমরান ৩:৩৯)

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّ قَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَ امْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ؕ
قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٤٠﴾

সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র হইবে কিরূপ? আমার তো বার্ধক্য আসিয়াছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা.' তিনি বলিলেন 'এইভাবে।' আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন। (আলে-ইমরান ৩:৪০)

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۭ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ
اِلَّا رَمْزًا ۭ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٤١﴾

সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও।' তিনি বলিলেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, তিন দিন তুমি ইংগিত ব্যাতীত কথা বলিতে পারিবে না, আর তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ করিবে এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিবে।' (আলে-ইমরান ৩:৪১)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা মারিয়াম ১৯:২ থেকে ১৫</u>

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ﴿٢﴾

ইহা প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাহার বান্দা যাকারিয়ার প্রতি, (সূরা মারিয়াম ১৯:২)

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَاۗءً خَفِيًّا ﴿٣﴾

যখন সে তাহার প্রতিপালক কে আহবান করিয়াছিল নিভৃতে, (সূরা মারিয়াম ১৯:৩)

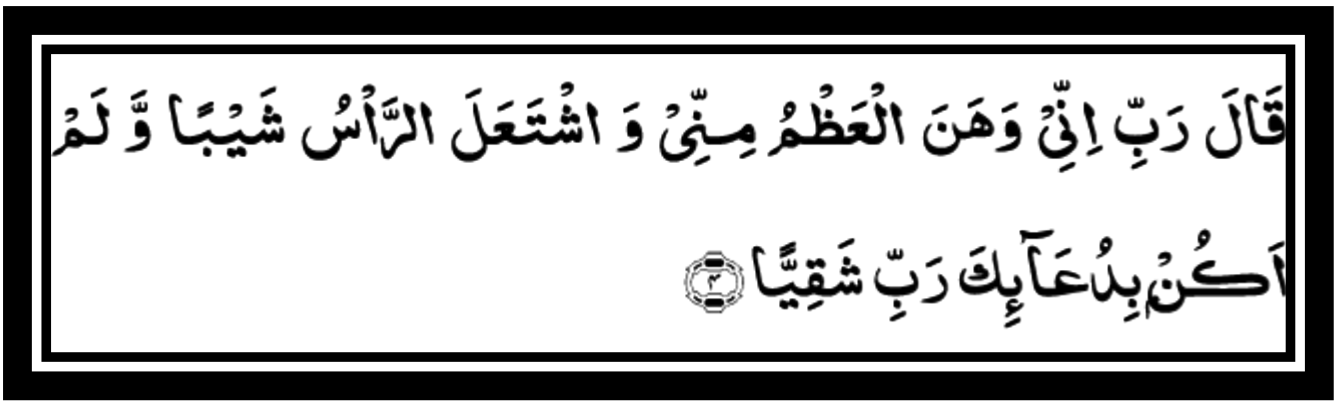

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ
أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾

সে বলিয়াছিল, 'হে আমার রব! আমার অস্থি দুর্বল হইয়াছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হইয়াছে; হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহ্বান করিয়া আমি কখনও ব্যর্থকাম হই নাই। (সূরা মারিয়াম ১৯:৪)

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي
مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾

আমি আশংকা করি আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে, আমার স্ত্রী বন্ধ্যা. সুতরাং তুমি তোমার নিকট হইতে আমাকে দান কর উত্তরাধিকারী, (সূরা মারিয়াম ১৯:৫)

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾

'যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করিবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করিবে ইয়াকুবের বংশের এবং হে আমার প্রতিপালক! তাহাকে করিও সন্তোষভাজন।' (সূরা মারিয়াম ১৯:৬)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

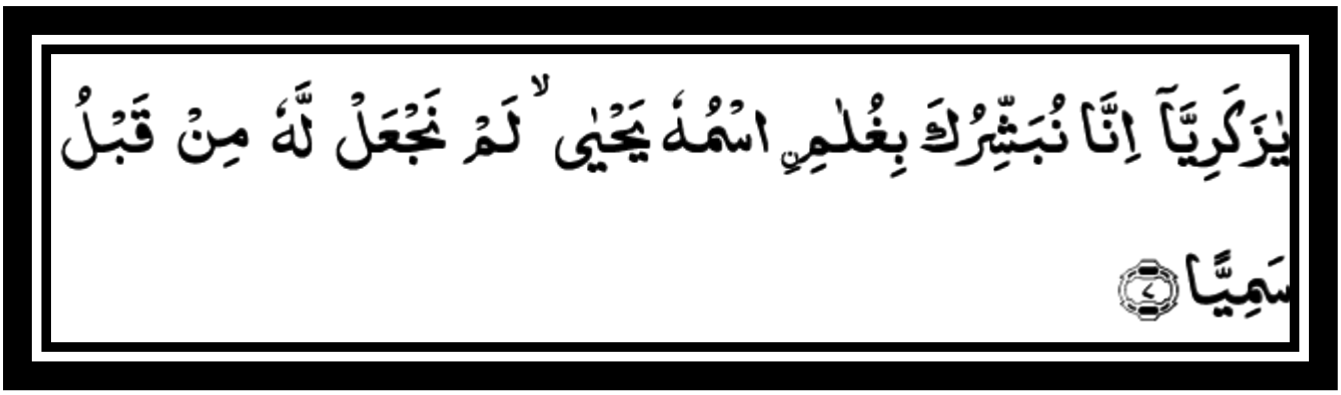
يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ اسْمُهٗ يَحْيٰى ۙ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ
سَمِيًّا ۝٧

তিনি বলিলেন, 'হে যাকারিয়া ! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি, তাহার নাম হইবে ইয়াহইয়া; এই নাম পূর্বে আমি কাহারও নামকরণ করি নাই।' (সূরা মারিয়াম ১৯:৭)

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ
الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝٨

সে বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত।' (সূরা মারিয়াম ১৯:৮)

قَالَ كَذٰلِكَ ۚ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ
تَكُ شَيْـًٔا ۝٩

তিনি বলিলেন. 'এইরূপই হইবে।' তোমার প্রতিপালক বলিলেন, 'ইহা আমার জন্য সহজসাধ্য; আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি যখন তুমি কিছুই ছিল না। (সূরা মারিয়াম ১৯:৯)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۭ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١٠﴾

জাকারিয়া বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও কাহারও সঙ্গে তিন দিন বাক্যালাপ করিবে না।' (সূরা মারিয়াম ১৯:১০)

فَخَرَجَ عَلٰي قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴿١١﴾

অতঃপর সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া তাহার সম্প্রদায়ের নিকট আসিল এবং ইঙ্গিতে তাহাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতে বলিল। (সূরা মারিয়াম ১৯:১১)

يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۭ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾

'হে ইয়াহ ইয়া! এই কিতাব দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ কর.' আমি তাহাকে শৈশবে দান করিয়াছিলাম জ্ঞান, (সূরা মারিয়াম ১৯:১২)

وَّحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً ۭ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾

এবং আমার নিকট হইতে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা; সে ছিল মুত্তাকী, (সূরা মারিয়াম ১৯:১৩)

وَّبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾

পিতা-মাতার অনুগত এবং সে ছিল না উদ্ধত ও অবাধ্য। (সূরা মারিয়াম ১৯:১৪)

وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾

তাহার প্রতি শান্তি যেদিন সে জন্মলাভ করে, যেদিন তাহার মৃত্যু হইবে এবং যেদিন সে জীবিত অবস্থায় উত্থিত হইবে। (সূরা মারিয়াম ১৯:১৫)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসুন আমরা কোরআন ও হাদিস মোতাবেক আমাদের দুনিয়ায় জীবন পরিচালিত করি। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/